Romajan o Rojar

Gurutto, tatporjo o fojilot

www.banglainternet.com

রমাযান ও রোযার

গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত

হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ুব বিন ইদু মিয়া

প্রকাশক : মুহাম্মাদ লিয়াকত আলী

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০১ ঈ: দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০১০ ঈ:

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রচ্ছদ :

তাওহীদ কম্পিউটারস্ এন্ড পাবলিকেশন্স

পরিবেশক :

আরিফ আরাফাত আসাদ প্রকাশনী

বংশাল, ঢাকা- ১১০০

বিনিময় : ২৪/- (চব্বিশ টাকা মাত্র)

www.banglainternet.com

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

১। সিয়াম (রোযা) ও রামাযান অর্থ	৫
২। সিয়াম (রোযা) ও রামাযানের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য	৫
৩। সিয়ামের (রোযার) ইতিহাস	৮
৪। সিয়াম (রোযা) ও রামাযানের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত	১০
৫। সিয়ামের (রোযার) উপকারিতা	১১
৬। রামাযানের সিয়াম ছেড়ে দেয়ার ভয়াবহ শাস্তি	১২
৭। চাঁদ দেখে সিয়াম রাখা ও ছেড়ে দেয়া	১২
৮। সিয়াম (রোযা) কার উপরে ফরয	১৩
৯। কত বছর বয়সে সিয়াম ফরয	১৩
১০। সাহারী	১৪
১১। সিয়ামের নিয়্যাত	১৫
১২। সিয়ামরত অবস্থায় যে বিষয়গুলোতে সতর্ক থাকা জরুরী	১৫
১৩। সিয়াম সম্পর্কে জরুরী মাসআলাহ	১৬
১৪। সফর অবস্থায় সিয়াম	১৭
১৫। রামাযানের সিয়াম না রাখার কাফফারা	১৭
১৬। ইফতার	১৮
১৭। তারাবীহ	২০
১৮। লাইলাতুল ক্বদরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	২২
১৯। ই'তেকাফ	২৪
২০। ফিতরা	২৬
২১। ঈদুল ফিতর	২৭
২২। কাযা সিয়াম রাখার সময়	২৮
২৩। সিয়ামের উদ্দেশ্য না বুঝার কারণে যা হচ্ছে	২৮
২৪। শাওয়াল মাসের ৬ দিন সিয়াম পালনের ফযীলত	২৯
২৫। যুলহিজ্জাহ ও আরাফার সিয়াম	২৯
২৬। মহররমের আশুরা সিয়ামের ফযীলত	২৯
২৭। প্রতি মাসে তিনটি সিয়াম ও তার ফযীলত	৩০
২৮। শা'বান মাসের সিয়াম	৩০
২৯। সোম ও বৃহস্পতিবারে সিয়াম পালনের গুরুত্ব	৩০
৩০। সিয়াম রাখা যে দিনগুলোতে নিষিদ্ধ	৩০
৩১। নফল সিয়াম ইচ্ছামত রাখা ও ভাঙ্গা যাবে	৩১

www.banglainternet.com

GOTO LIST

بسم الله الرحمن الرحيم

অভিমত

মাদ্‌রাসাতুল হাদীস ঢাকা'র ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সাহেব বলেন ঃ

নাহমাদুল্লাহা ওয়া নুসাল্লী আ'লা রাসূলিহিল কারীম। মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে আমার অত্যন্ত স্নেহধন্য হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ুব বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীসের সংকলন থেকে পবিত্র রামাযানের অতীব জরুরী মাসায়েল ও ফাযায়েল সম্পর্কিত **"রামাযান ও রোযার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত"** নামক পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। পুস্তিকাটির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত আমি ভালভাবে দেখার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যত শীঘ্র সম্ভব পুস্তিকাটি মুদ্রিত হয়ে আসন্ন রামাযানের পূর্বেই মুসলমান ভাই ও বোনদের হাতে পৌঁছে যাওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা যে সকল নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ থেকে উহা সংকলিত হয়েছে সকল পাঠক-পাঠিকার পক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ দেখার অবকাশ নাও থাকতে পারে। সুতরাং সাধারণভাবে সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান পাঠক-পাঠিকার জন্য বিশেষভাবে পুস্তিকাটির লিখক, সাহায্যকারী ও সহযোগিতা দানকারীদের জন্য পরকালীন নাজাতের উসিলা হোক এই দু'আ পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে করলাম। আমীন সুম্মা আমীন।

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল
মাদ্‌রাসাতুল হাদীস
নাযির বাজার, ঢাকা

www.banglainternet.com

GOTO LIST

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সূচনার কথা

আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা ও শুকরিয়া সেই মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সকল সমস্যার সমাধান মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম জানাই যিনি নির্ভুল পথ প্রদর্শক এবং সকলের জন্য উত্তম নমুনা সেই নেতা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি।

ইসলামের মূল ভিত্তি ৫টির অন্যতম একটি হচ্ছে সিয়াম (রোযা)। সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমের উপর রামাযানের সিয়াম পালন করা ফরয। ইচ্ছাকৃতভাবে সিয়াম অমান্য করার পরিণামে রয়েছে পরকালে কঠোর শাস্তি। সিয়াম শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যই ফরয নয়, পূর্ববর্তী অন্যান্য জাতির উপরও ফরয ছিল। আর এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় সিয়ামের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। সিয়াম মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ; কেননা এতে শারিরীক, আত্মিক, সামাজিকসহ প্রভৃতি উপকারিতা রয়েছে। রামাযান মাসে সিয়াম পালন করার সওয়াব অন্যান্য মাসের তুলনায় সত্তরগুণ বেশী। এছাড়াও অন্যান্য মাসেও সিয়াম পালন করার ফযীলত রয়েছে, যা অনেকেরই অজানা। তাই সর্বসাধারণকে অবহিত করার জন্যই এই প্রয়াস। যদিও সিয়াম সম্পর্কে অনেক জ্ঞানীগুণীদের মূল্যবান পুস্তক রয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষের ব্যাপক চাহিদা পূরণ, বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন, গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা-মাসায়েল ও তার ফযীলত সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা সম্বলিত সংক্ষিপ্ত পুস্তক নেই বললেই চলে। আশা করি ইনশাআল্লাহ এই সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্য সমৃদ্ধ **রামাযান ও রোযার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত** নামক পুস্তক সর্বসাধারণের ব্যাপক চাহিদা পূরণ করবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এই পুস্তক লিখতে গিয়ে যেসব মনীষীদের গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে এবং বিশেষ করে শায়খ অধ্যাপক হাফেয আইনুল বারী আলিয়াভী সাহেব ও আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা'র বিশাল গ্রন্থ ভাণ্ডারের প্রতি। আর আমার আব্বা মরহুম মুহাম্মাদ ইদু মিয়া ও আমার দাদা-দাদী, নানা-নানী ও ইসলামের জন্য আত্মদানকারীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। এই পুস্তকে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানাবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

বিনীত

হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ুব

www.banglainternet.com

GOTO LIST

بسم الله الرحمن الرحيم

রামাযান ও রোযার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত

সিয়াম (রোযা) ও রামাযান অর্থ

সিয়াম ঃ 'সওম' আরবী শব্দের বহুবচনে সিয়াম শব্দটি বাংলা, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় রোযা বলে পরিচিত ও প্রচলিত। আরবী ভাষার অভিধানে শব্দটির মৌলিক অর্থ হচ্ছে- বিরত থাকা, আরাম করা, বিশ্রাম নেয়া আর শরীয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন মিলন হতে বিরত থাকার নামই সওম বা সিয়াম (রোযা)। **(ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় খণ্ড, ৪০৮ পৃঃ ও মিশকাত বাংলা, নূর মোহাম্মদ আজমী, ৪র্থ খণ্ড, ২৬২ পৃঃ)**।

রামাযান ঃ মুসলিম বর্ষপুঞ্জীর নবম মাসের নাম রামাযান। রামাযান শব্দের অর্থ- গ্রীষ্মের উত্তাপ। **(ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৩১৫ পৃঃ)**

বিশিষ্ট অভিধানবিদ আল্লামা ফিরোযাবাদী এ মাসের নাম 'রামাযান' হবার চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন ঃ

১। অত্যধিক গরমের সময় এ মাস পড়েছিল বলে।
২। এ মাসে সিয়াম পালনকারীর পেটের জ্বালা বেশী হয় বলে।
৩। সিয়াম দ্বারা পাপরাশি ভস্মীভূত হয় বলে।
৪। আল্লাহর অন্যতম নাম রামাযান (ক্ষমার আধার) বলে। **(কামুস ২য় খণ্ড, ৩২-৩৩ পৃঃ)**

সিয়াম (রোযা) ও রামাযানের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য

সিয়াম (রোযা) ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের একটি। ধনী গরীব সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর এটা ফরয। সিয়াম এমন একটি ফরয যা নিজে ছাড়াও অপরেও এর দ্বারা উপকার হয়।

রসূল (সঃ) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর নির্মিত। (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। (২) সলাত কায়েম করা। (৩) যাকাত দেয়া। (৪) হাজ্জ করা এবং (৫) সিয়াম (রোযা) পালন করা। **(বুখারী- আধুনিক প্রকাশনী, ১ম খণ্ড, হাঃ ৭; মুসলিম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম খণ্ড, হাঃ ২০)**

একদিন সাহাবাদের সামনে রসূল (সঃ) একটি অভিভাষণ দেন যা হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে

www.banglainternet.com

GOTO LIST

শাবান মাসের শেষ তারিখে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন– হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রতি ছায়া বিস্তার করেছে এমন একটি বিরাট মাস যা অত্যধিক বরকতময়ী, এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ এর সিয়ামসমূহকে করেছেন (তোমাদের উপর) ফরয এবং এর রাত্রিতে সলাত পড়াকে করেছেন তোমাদের জন্য নফল। যে ব্যক্তি এ মাসে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল কাজ করলো সে ঐ ব্যক্তির সমান হলো যে অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করলো, আর যে ব্যক্তি সে মাসে একটি ফরয আদায় করলো সে ঐ ব্যক্তির সমান হলো যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করলো। এটা সবরের (ধৈর্যের) মাস আর সবরের সওয়াব হলো জান্নাত। এটা সহানুভূতি প্রদর্শনের মাস। এটা সে মাস যাতে মু'মিনের রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হয়। যে এ মাসে কোন সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করাবে এটা তার জন্য তার গুনাহ সমূহের ক্ষমা স্বরূপ হবে এবং জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তির কারণ হবে। এছাড়া তার সওয়াব হবে সেই সিয়ামপালনকারীর সমান অথচ সিয়ামপালনকারীর সওয়াবও কম হবে না। সাহাবাগণ বলেন ঃ আমরা বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিতো এমন সামর্থ্য রাখে না যা দ্বারা সিয়ামপালনকারীকে ইফতার করাতে পারে? রসূল (সঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এ সওয়াব দান করবেন যে সিয়ামপালনকারীকে ইফতার করায় এক চুমুক দুধ দ্বারা অথবা একটি খেজুর দ্বারা অথবা এক চুমুক পানি দ্বারা। আর যে ব্যক্তি কোন সিয়ামপালনকারীকে তৃপ্তির সাথে খাওয়ায় আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার হাউজ (কাওসার) হতে পানিও পান করাবেন যারপর পুনরায় সে তৃষ্ণার্ত হবে না জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত। এটা এমন মাস যার প্রথমভাগ রহমত, মধ্যভাগ মাগফিরাত এবং শেষভাগ হচ্ছে জাহান্নাম হতে মুক্তি। আর যে এ মাসে আপন দাস-দাসীদের (অধীনদের) প্রতি কাজের ভার হালকা করে দিবে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন এবং তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করবেন। (বায়হাকী শোআবে ঈমান, মিশকাত বাংলা, নূর মোহাম্মদ আজমী ৪র্থ খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)

এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে রামাযান মাসের মর্যাদা ও এ মাসের সিয়ামের গুরুত্ব। একজন মানুষের জীবন সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে যাপনের জন্য যে ধরনের গুণবৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সিয়াম তার মধ্যে সে ধরনের গুণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে থাকে। মানুষের জন্য সিয়াম সাধনার প্রয়োজন রয়েছে বলেই আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদী সহ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যও তা ফরয করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ●

www.banglainternet.com

হে মুমিন! তোমাদের উপর সিয়াম (রোযা) ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা আল-বাকারা ১৮৩)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

তোমাদের মধ্যে যে এ মাসকে পায় সে যেন সিয়াম রাখে। (সূরা আল বাকারা ১৮৫)

ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে, পানি, বায়ু, জাতি, ধর্ম ও পারিপার্শ্বিকতা ভেদে সিয়ামের নিয়ম পদ্ধতি বিভিন্ন হলেও এমন কোন ধর্মের নাম উল্লেখ করা কঠিন যার ধর্মীয় বিধানে সিয়ামের আবশ্যকতা স্বীকার করা হয়নি। (মিশকাত বাংলা, নূর মোহাম্মদ আজমী, ৪র্থ খণ্ড, ২৬৪ পৃঃ)

রামাযানের সিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রতি বছর এক মাসব্যাপী মুসলিমদের ঈমানের ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। ক্রমাগতভাবে এক মাস পর্যন্ত দৈনিক বারো থেকে চৌদ্দ ও কোন কোন জায়গায় ১৭ ঘণ্টা পর্যন্ত মুসলিমদের ঈমানকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। এভাবে পরীক্ষার পর পরীক্ষা ও ট্রেনিং এর পর ট্রেনিং চলে। এই পরীক্ষায় যখন মানুষ উত্তীর্ণ হয় তখন তার মধ্যে আল্লাহকে ভয় করে যাবতীয় গুনাহ হতে ফিরে থাকার যোগ্যতা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি হয়। তখন সে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছুই আল্লাহ দেখছেন মনে করে, যার দরুণ সে গোপনেও আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে পারে না। সিয়ামের এই পরীক্ষার দ্বারা মানুষ মজবুত হয় এবং ঈমানও দৃঢ় হয়।

সিয়ামরত অবস্থায় সারাদিন অনেক কিছুই করা যায় না। সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে ইফতার করতে হয়। একটু আগেও নয়, একটু পরেও নয়। ইফতারের পরে খাওয়াদাওয়া ও আরাম করার অনুমতি আছে। কিন্তু এর পরেই তারাবীহ সলাতের (নামাযের) জন্য যেতে হয়। এভাবে প্রত্যেক বৎসর পূর্ণ একটি মাস সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলিমকে ক্রমাগতভাবে সিপাহীদের ন্যায় একটি মজবুত আইনের দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। তারপর এগার মাসের জন্য তাকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে মুক্ত করে দেয়া হয়। এ মাসে যে ট্রেনিং সে পায় পরবর্তী এগার মাস যেন তার কাজকর্মের ভিতর তা প্রতিফলিত হয়।

সিয়াম ছাড়া অন্যান্য 'ইবাদত যথা সলাত, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি প্রকাশ্যে ও মানুষের সাথে মিশেই করতে হয় আর এজন্যে লোক দেখানো, দায়ে পড়ে অথবা স্বার্থ হাসিলের ব্যাপার থাকার সুযোগ আছে কিন্তু সিয়ামের কথা আল্লাহ ও সিয়ামকারী ছাড়া কেউ জানতে পারে না। কেননা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে কোন কিছু খেলে বা করলে অন্যের জানার সুযোগ নাই। যে ব্যক্তি প্রকৃত সিয়ামপালনকারী সে তীব্র গরমের সময় কলিজা ফেটে যেতে চাইলেও এক ফোঁটা

www.banglainternet.com

GOTO LIST

পানি পান করে না, অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় শরীর দুর্বল হলে ও মাথা ঘুরালেও কিঞ্চিৎ খাদ্যও মুখে দেয় না। এত ত্যাগ, ধৈর্য তথা সিয়াম পালন করা একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে। তাই এর প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ দিবেন।

এ সম্পর্কে রসূল (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন- আদম সন্তানের যাবতীয় কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু সিয়াম, তা আমারই জন্য। আমিই এর প্রতিদান দিব- (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, ২৫৭১ ও ২৫৭৩)। তাই রামাযান মাস ও এ মাসের সিয়ামের গুরুত্ব ও অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে।

সিয়ামের (রোযার) ইতিহাস

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম সিয়াম কে রেখেছিলেন- এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আনতারা হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আইয়্যামে বীয (চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে আইয়্যামে বীয বলে) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, হযরত আদম (আঃ) সেই ফল খেয়ে জান্নাত থেকে নেমে দুনিয়ায় আসতে বাধ্য হন। সে সময় তার দেহের রং কালো হয়ে যায়। এ সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত আদম (আঃ)-কে বললেন, আপনার রং আগের মত সুন্দর হোক তাহলে আপনি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সিয়াম (রোযা) রাখুন। হযরত আদম (আঃ) তাই করলেন। ফলে তার দেহের রং আবার উজ্জ্বল হল। এই জন্যই এই তিনটি দিনকে আইয়্যামে বীয বা উজ্জ্বল দিন বলে। (গুনিয়াতুত্ব ত্বলেবীন বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী ১৬৮ পৃঃ)

হযরত নূহ (আঃ)-এর সিয়াম ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, হযরত নূহ (আঃ) ইয়াওমুল ফিতর ইয়াওমুল আযহা ছাড়া সারা বছর সিয়াম রাখতেন। (ইবনু মাজাহ ১২৪ পৃঃ)

বিভিন্ন জাতির সিয়াম ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কিছু পরের যুগ, বৈদিক যুগ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বেদের অনুসারী ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও উপবাস ব্রত অর্থাৎ 'সিয়াম' ছিল। প্রত্যেক হিন্দী মাসের ১১ তারিখে ব্রাহ্মণদের উপরে 'একাদশীর' সিয়াম রয়েছে। এই হিসেবে তাদের সিয়াম ২৪টি হয়। কোন কোন ব্রাহ্মণ কার্তিক মাসে প্রত্যেক সোমবারে সিয়াম রাখতেন। কখনো কখনো হিন্দু যোগীরা ৪০ দিন পানাহার ত্যাগ করে চল্লিশে ব্রত পালন করেন। হিন্দুদের মত জৈনরাও সিয়াম রাখেন। তাদের মতে সুদীর্ঘ ৪০ দিন ধরে একটি করে সিয়াম রাখেন। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের জৈনরা কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতি বছরে সিয়াম রাখেন। প্রাচীন মিসরীরাও সিয়াম রাখতো। গ্রীসদেশে কেবল মেয়েরা থিমসোফিয়ার ৩ তারিখে সিয়াম রাখতো। পার্সীদের ধর্ম গ্রন্থের একটি শ্লোক দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের ধর্মেও সিয়াম ছিল। বিশেষ করে তাদের ধর্ম গুরুদের জন্য পাঁচসালা সিয়াম জরুরী ছিল। (ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা- ১০ম খণ্ড, ১৯৩ পৃঃ; সীরাতুননবী- ৫ম খণ্ড, ২৮৬ পৃঃ বরাতে সিয়াম ও রামাযান ২-৩ পৃঃ)

www.banglainternet.com

GOTO LIST

হযরত মূসা (আঃ)-এর সিয়াম ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় (হিজরত করে) এসে ইহুদীদেরকে আশুরার দিনে (মহররম চাঁদের ১০ তারিখে) সিয়াম করা অবস্থায় পেলেন। তাই তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আজকে তোমরা কিসের সিয়াম (রোযা) করছো? তারা বলল, এটা সেই মহান দিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও তাঁর জাতিকে মুক্ত করেছিলেন এবং ফিরআউন ও তার জাতিকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। ফলে শুকরিয়া স্বরূপ মূসা (আঃ) ঐদিন সিয়াম রেখেছিলেন। তাই আমরা আজকে ঐ সিয়াম করছি। (বুখারী ২য় খণ্ড হাঃ ১৮৬৩, মুসলিম হাঃ ২৫২৩)

হযরত দাউদ (আঃ)-এর সিয়াম ঃ হযরত মুসা (আঃ)-এর পর কিতাবধারী বিখ্যাত নবী ছিলেন হযরত দাউদ (আঃ)। তাঁর যুগেও সিয়ামের প্রচলন ছিল। আল্লাহর রসূল বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সিয়াম দাউদ (আঃ)-এর সিয়াম। তিনি (আঃ) একদিন সিয়াম রাখতেন এবং একদিন বিনা সিয়ামে থাকতেন– (বুখারী হাঃ ১৮৪১, মুসলিম হাঃ ২৬০১)। অর্থাৎ হযরত দাউদ (আঃ) অর্ধেক বছর সিয়াম রাখতেন এবং অর্ধেক বছর বিনা সিয়ামে থাকতেন।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সিয়াম ঃ হযরত দাউদ (আঃ)-এর পর কিতাবধারী বিশিষ্ট নবী হলেন হযরত ঈসা (আঃ)। তাঁর যুগে এবং তাঁর জন্মের আগেও সিয়ামের প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআনে আছে- হযরত ঈসা (আঃ)-এর যখন জন্ম হয় তখন লোকেরা তাঁর মা হযরত মারয়্যামকে তাঁর জন্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি করুণাময়ের উদ্দেশ্যে মানতের সিয়াম রেখেছি। সুতরাং আজকে আমি কোন মানুষের সাথে মোটেই কথা বলব না। (সূরা মারয়্যাম ২৬)

জাহিলী আরবদের সিয়াম ঃ জাহিলী আরব মুশরিকদের মধ্যেও সিয়ামের প্রচলন ছিল। যেমন- হযরত আ'ইশা (রাঃ) বলেন, আশুরার দিনে কুরাইশরা জাহিলী যুগে সিয়াম রাখতো এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও জাহিলী যুগে ঐ সিয়াম রাখতেন। অতঃপর যখন তিনি মদীনায় আসেন তখনও ঐ সিয়াম রাখেন, (সাহাবীদেরকে) সিয়াম রাখার হুকুম দেন। পরিশেষে রামাযানের সিয়াম যখন ফরয হয় তখন তিনি আশুরার সিয়াম ছেড়ে দেন। (বুখারী হাঃ ১৭৫৮)

উম্মতে মুহাম্মাদীর সিয়াম ঃ ২য় হিজরীর শাবান মাসে সিয়াম ফরয হয়– (মিশকাত মাদরাসার পাঠ্য ফাজেল, ৩য় খণ্ড, ১২৩ পৃঃ) এবং তার পরের মাস রামাযান থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার ফরয সিয়াম চালু হয়।

সিয়ামের এই ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে যে, হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত উম্মতদের জন্য যে সিয়ামের হুকুম ছিল সেই সিয়ামেরই হুকুম উম্মতে মুহাম্মাদীকে দেয়া হয়েছে।

www.banglainternet.com

সিয়াম (রোযা) ও রামাযানের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত

১। রামাযান মাসটি বরকতের মাস। যার মধ্যে একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসের সিয়ামকে আল্লাহ্ ফরয করেছেন এবং রাতে সলাতে দাঁড়ানোকে নফল করেছেন। এ মাসে যে ব্যক্তি একট নফল কাজ করে সে অন্য মাসের একটি ফরয কাজ আদায় করে এবং যে ব্যক্তি একটি ফরয কাজ করে সে যেন অন্য মাসের সত্তরটা ফরয কাজ করে। এটা হলো ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের পুণ্য জান্নাত। এটি সহানুভূতির মাস। এটি এমনই মাস যাতে মুমিনের রুযী বৃদ্ধি পায়। (মিশকাত মাদরাসা পাঠ্য ১৮৬৮/৯নং)

২। অন্য এক বর্ণনায় প্রিয়নবী (সঃ) বলেন, রামাযানের সম্মানার্থে জান্নাত সাজানো হয় এবং রামাযানের প্রথম রাতে আল্লাহর আরশের নীচে থেকে জান্নাতের পাতার ভিতর দিয়ে একটি বাতাস হুরদের উপরে বয়ে যায়। তখন তারাও (রোমাঞ্চিত হয়ে) বলতে থাকে, প্রভু গো! তুমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে আমাদের জোড়া এনে দাও, যাদের দেখে আমাদের নয়ন জুড়ে যায় এবং তাদেরও চোখ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। (বায়হাকী শোয়াবে বরাতে, মিশকাত বাংলা, ৪র্থ খণ্ড, ১৮৭০ পৃঃ)

৩। পবিত্র রামাযান মাসে মানুষের জন্য একমাত্র পথপ্রদর্শনকারী মহাগ্রন্থ কুরআনে কারীম নাযিল হয়েছে। (সূরা আল-বাকারা ১৮৫)

৪। রসূল (সঃ) বলেন, আমার উম্মতকে রামাযান মাসে পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে যা আমার আগে কোন নবীকেই দান করা হয়নি। প্রথমত এই যে, রামাযান মাসের প্রথম রাত যখন আসে তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আর যার উপরে তাঁর নজর পড়ে তাকে তিনি কখনো শাস্তি দেবেন না। দ্বিতীয় হলো, তাদের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশ্কের সুবাসের চেয়ে উত্তম। তৃতীয় হলো, মালাইকারা (ফিরিশতারা) তাদের জন্য প্রত্যেক দিন ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। চতুর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুমি আমার বান্দাদের জন্য তৈরী হও এবং সজ্জিত হও। অতি শীঘ্রই তারা দুনিয়ার ক্লান্তি থেকে আমার ঘরে ও আমার সম্মানে আরাম চাইবে। পঞ্চম হলো, যখন শেষরাত আসে তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। একজন সাহাবা জিজ্ঞেস করলো, এটা কি কদরের রাত? তিনি বললেন, না, তুমি কি মজদুরদের দেখনি যে, তারা যখন কাজ থেকে অবসর পায় তখন তাদের মজুরী পুরোপুরি দিয়ে দেয়া হয়। (বায়হাকী শোআবুল ঈমান, কানযুল ওম্মাল ৮ম খণ্ড, ৩০২ পৃঃ, বরাতে সিয়াম ও রামাযান ১৩ পৃঃ)

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রামাযান মাস শুরু হলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। (বুখারী ২য় খণ্ড, হাঃ ১৭৬৪ ও মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২৩৬২)

www.banglainternet.com

GOTO LIST

৫। সিয়াম দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষুধা পিপাসা, যৌন চাহিদা, খায়েসের প্রবৃত্তি ইত্যাদির উপর তার নিয়ন্ত্রণ আসে। শারীরিক ও প্রবৃত্তিগত প্রয়োজনের চেয়ে আল্লাহর হুকুম মেনে চলাকে জরুরী মনে করে। তাই সে সাহসী যোদ্ধা, সংযমী, সৎ ও আদর্শবাদী পথে এগিয়ে যায়। সিয়াম তাকে সংযমী বানিয়ে দেয় এবং জীবন যাপনে মজবুত করে দেয়, যার দরুণ তার জীবন সুশৃঙ্খল হয় আর আল্লাহর বান্দা হবার পথ সহজ হয়।

সিয়ামের (রোযার) উপকারিতা

১। রসূল (সঃ) বলেন ঃ সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ। অর্থাৎ জাহান্নাম হতে রক্ষাকারী। (বুখারী হাঃ ১৭৫৯ ও মুসলিম হাঃ ২৫৭২)

২। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সঃ) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় সিয়াম সাধনা করে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বুখারী হাঃ ১৭৬৬)

৩। সিয়াম নফস বা আত্মাকে সুস্থ করে তোলে। ফলে তা নানা ধরনের নিয়ম শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে চলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। যেমন- আনুগত্য, সবর, ইখলাস।

৪। সিয়ামকারী যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করে তাতে তার অন্যান্য ক্ষুধার্ত ও অভাবী ভাইদের কষ্ট অনুভব করতে পারে।

৫। সিয়াম ও আল-কুরআন, সিয়ামকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে প্রভু! আমি দিবসে তার পানাহার ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হতে তাকে বিরত রেখেছি, আমার সুপারিশ রক্ষা করুন এবং কুরআন বলবে, আমি রাতে তাকে নিদ্রা ত্যাগে বাধ্য করেছিলাম। তার সম্বন্ধে আমার সুপারিশ রক্ষা করুন। আল্লাহ উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করবেন। (মিশকাত বাংলা হাঃ ১৮৬৬)

৬। সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেছেন, জান্নাতের একটি দরজা রাইয়ান নামে অভিহিত। বিচার দিবসে শুধু সিয়াম পালনকারীগণ উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন, অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের দরজা বন্ধ হলে অপর কেউ উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। (বুখারী হাঃ ১৭৬১, মুসলিম হাঃ ২৫৭৭)

৭। বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রফেসর দেওয়ান আব্দুর রহীম সাহেব আহলে হাদীস দর্পণ ৩য় সংখ্যা ২৮নং পৃষ্ঠায় 'সিয়াম হলো রোগের প্রতিষেধক' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক ইবনে সীনা তার রোগীদের ৩ সপ্তাহের উপবাস পালনের বিধান দিতেন। বৎসরে ১ মাস সিয়াম রাখার ফলে শরীরের অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্রাম ঘটে। এ যেন কারখানার মেশিনকে সময়মত বিশ্রাম দেয়া। সমস্ত দেহের সারা বৎসর যে জৈব বিষ জমা হয়, এক মাস সিয়ামের ফলে সেই জৈব বিষ দূরীভূত হয়ে যায়। এই জৈব বিষ

www.banglainternet.com

GOTO LIST

দেহের স্নায়ু এবং অপরাপর জীব কোষকে দুর্বল করে দেয়। শরীরে রক্ত প্রবাহকে সিয়াম পরিশোধন করে এবং সমগ্র প্রবাহ প্রণালীকে নবরূপ দান করে। সিয়াম উচ্চ রক্তচাপ (Hypertention) ও অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধিসমূহ কমাতে সাহায্য করে। যখনই একবেলা আহার বন্ধ থাকে তখনই দেহ রোগ মুক্তির সাধনায় নিয়োজিত হয়ে পড়ে। খাদ্যের হজম (Digestion) করতে দেহের যেটুকু শক্তি ব্যয়িত হয় আহার বন্ধ রেখে আমরা যদি সেই শক্তি অন্যদিকে নিয়োজিত করি তাহলে দেহের অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত অংশ বিদূরিত হবে। ভুক্তদ্রব্য হজম করে প্রায় ৩০ ফুট লম্বা অন্ত্রনালীর ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিতে বিরাট মুক্তির প্রয়োজন হয় আর এর পুরা মাশুল দিতে হয় রক্ত বা শিরা ধমনীগুলোকে এবং এজন্যে হৃৎপিণ্ডকে বাড়তি শক্তি ক্ষয় করতে হয়। সিয়াম দেহে যন্ত্রের বিরতিকালে শরীরের অপ্রয়োজনীয় অংশ ধ্বংস করে দেয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক ডঃ হিপ্পোক্র্যাটস বহু শতাব্দী পূর্বে বলেছেন The more you nourish a diseased body the worse you make it. অর্থাৎ অসুস্থ দেহে যতই খাবার দিবে ততই রোগ বাড়তে থাকবে।

রামাযানের সিয়াম ছেড়ে দেয়ার ভয়াবহ শাস্তি

রসূল (সঃ) বলেন, বিনা ওযরে রামাযানের সিয়াম ত্যাগকারী কাফির এবং গর্দান উড়িয়ে দেয়ার যোগ্য– (আবু ইয়ালদ, দায়লামী, ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, ৪৩৪ পৃঃ, বরাতে সিয়াম ও রামাযান ১০ পৃঃ)। রসূল (সঃ) বলেন, একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি জাতি উল্টোভাবে ঝুলছে। তাদের গাল পাটি কাটা। এখান থেকে রক্ত ঝরছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? বলা হলো, এরা হলো যারা রামাযান মাসে বিনা ওযরে সিয়াম রাখে না– (ইবনু খুযায়মা ৩য় খণ্ড, ২৩৭ পৃঃ, ইবনু হিব্বান, বাশারাতুল কোসসাক ৩৭ পৃঃ, বরাতে সিয়াম ও রামাযান ১০ পৃঃ)। যে ব্যক্তি শরঈ ওযর ছাড়া রামাযান মাসে একটি সিয়ামও ছেড়ে দিবে সে যদি সারা জীবনও সিয়াম রাখে তবুও তার গোনাহর খেসারত হবে না। (আবু দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ৩য় খণ্ড হাঃ ২৩৮৮, মিশকাত ১৯১৬/১৫)

চাঁদ দেখে সিয়াম রাখা ও ছেড়ে দেয়া

ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূল (সঃ) বলেন, তোমরা সিয়াম পালন কর চাঁদ দেখে এবং সিয়াম ছেড়ে দাও (অর্থাৎ ঈদের চাঁদ দেখে)। যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে (চাঁদের গণনাকে) ৩০ দিন পূর্ণ করে নিও। (বুখারী হাঃ ১৭৬৫, মুসলিম হাঃ ২৩৬৬)

নবী (সঃ) বলেন, তোমরা যদি রামাযানের চাঁদ দেখাতে না পাও, তাহলে শাবানকে ত্রিশদিন পূর্ণ কর এবং শওয়ালের চাঁদ যদি দেখাতে না পাও তাহলে রামাযান ত্রিশদিন পূর্ণ কর– (মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৪র্থ খণ্ড, ১৫৫ পৃঃ)। একটি হাদীসে আছে যে, একবার রামাযানের ব্যাপারে মতভেদ হয় তখন দু'জন পল্লীবাসী আসে। অতঃপর তারা রসূলুল্লাহর নিকট আল্লাহর কসম খেয়ে গতরাতে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়। ফলে রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদেরকে সিয়াম (রোযা) ছাড়ার

www.banglainternet.com

GOTO LIST

হুকুম দিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, সকালে ঈদগাহে যাবার নির্দেশ দিলেন– (আবূ দাউদ হাঃ ২৩৩২)। সুতরাং ঈদের চাঁদ দেখার জন্য কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী অবশ্যই চাই।

ইমাম নববী বলেন, যে ব্যক্তি নিজ চোখে চাঁদ দেখলো তার উপরে সিয়াম ফরয হয়ে গেল এবং যে ব্যক্তি চাঁদ দেখতে পেল না কিন্তু দু'জন পরহেযগার ব্যক্তির নিকট হতে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পেল তার উপরেও সিয়াম অপরিহার্য হল। চাঁদের ব্যাপারে মেয়েদের ও ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হবে না। কোন ফাসিক ও খারাপ লোকের সাক্ষ্যও গ্রহণীয় হবে না। (রওযাতুত তা- লেবীন ২য় খণ্ড, ৩৪৫-৩৪৬ পৃঃ বরাতে সিয়াম ও রামাযানা ২৫ পৃঃ)

সিয়াম (রোযা) কার উপরে ফরয

সমস্ত ওলামায়ি কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, সিয়াম পালন করা এমন মুসলিমের উপর ফরয যিনি প্রাপ্ত বয়স্ক, সজ্ঞান, সুস্থ ও ঘরে বসবাসকারী। কিন্তু কাফির, পাগল, শিশু, রোগী, মুসাফির, ঋতুবতী, নিফাসওয়ালী, অধিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গর্ভবতী ও দুধদানকারিণীর উপর সিয়াম ফরয নয়– (ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, ৪৩৮ পৃঃ)। মহিলাদের হায়িয (ঋতুবতী) ও নিফাস অবস্থায় সিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ, তবে অন্য সময়ে তা আদায় করতে হবে।

কত বছর বয়সে সিয়াম ফরয

যাকারিয়া বিন ইস্তায আলী রচিত বিশুদ্ধ ছিয়াম নির্দেশিকা ও আনুষঙ্গিক কথা পুস্তকের ৮ ও ৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, প্রাপ্ত বয়স্ক হলে সিয়াম (রোযা) পালন করতে হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে গণ্য হবে যে কোন একটি কারণে যথা : (১) স্বপ্নদোষ বা অন্য কোনভাবে বীর্যপাত হওয়া (বীর্যপাত বলা হয় যা গাঢ় উত্তেজনার সময় তড়িৎ গতিতে বের হয়)। (২) লজ্জাস্থানে লোম গজানো। (৩) পনের বছর পূর্ণ হওয়া। উপরোক্ত এই তিনটিতে ছেলে মেয়ে সমভাবে প্রযোজ্য। তথা কোন ছেলে হোক বা মেয়ে হোক এই তিনটি আলামতের যে কোন একটি প্রকাশ পেলেই তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক ধরতে হবে। এছাড়া মেয়েদের ক্ষেত্রে আরো একটি বিশেষ আলামত রয়েছে তা হলো হায়িয বা মাসিক রক্তস্রাব শুরু হওয়া প্রাপ্ত বয়সের আলামতের দলীল– কাছীর বিন আসসায়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বনু কুরায়বা হতে বর্ণনা করেন যে, তাদেরকে (বনু কুরাইয়া) কুরাইযার যুদ্ধে (ধৃত হওয়ার পর) রসূল (সঃ)-এর সামনে উপস্থিত করা হলো। অতঃপর যার স্বপ্নদোষ সংঘটিত হয়েছিল অথবা গুপ্তলোম গজিয়ে ছিল তাকে হত্যা করেছেন আর যার স্বপ্নদোষ বা গুপ্তলোম গজায়নি তাকে ছেড়ে দিয়েছেন– (নাসাঈ হাঃ ৩২০৭ ২য় খণ্ড ৭২৩ পৃঃ, ইবনু মাজাহ হাঃ ২৫৪১ ২য় খণ্ড ৭৮ পৃঃ)। হাদীস বিশুদ্ধ বলেছেন বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আশ শাইখ আলবানী। তাই প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই তা সকলের সিয়াম রাখা ফরয।

www.banglainternet.com

GOTO LIST

অধিকাংশ আলিমের মতে প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত কারো ঘাড়ে সিয়াম রাখা অপরিহার্য হয় না। তাবিঈদের মধ্যে ইবনে সীরীন ও যুহরী প্রমুখ এবং ইমাম শাফিঈ বলেন, বালকদের শক্তিতে যখন সিয়াম করা সম্ভব হবে তখন তাদেরকে সিয়াম করার অভ্যাস করানোর নির্দেশ দিতে হবে। তাদেরকে সাত থেকে দশ বছর বয়সে সিয়াম রাখানোর জন্য অভিভাবকদের চেষ্টা করতে হবে এবং তারা দশ বছরে সিয়াম পালন না করলে তাদেরকে বকাঝকা এবং মারধরও করা যাবে। অধিকাংশ আলিমেরই অভিমত তা হল যখন সিয়াম তার শক্তিতে কুলাবে তখনই তাকে সিয়াম রাখতে হবে এবং না রাখলে মারধর করে তাকে সিয়াম রাখার অভ্যাস করাতে হবে। (আওনুল বারী- ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৫ পৃঃ; নায়লুল আওতার- ৪র্থ খণ্ড, ৮৩ পৃঃ বরাতে সিয়াম ও রামাযান ৯-১০ পৃঃ)

সাহারী

সাহারীর গুরুত্ব ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেন, তোমরা সাহারী খাও, কারণ সাহারীর মধ্যে বরকত রয়েছে– (বুখারী হাঃ ১৭৮৭, মুসলিম হাঃ ২৪১৬)। রসূল (সঃ) বলেন, আমাদের ও কিতাবীদের (ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের) সিয়ামের মধ্যে পার্থক্যই হল সাহারী খাওয়া– (মুসলিম হাঃ ২৪১৭)। যারা সাহারী না খেয়ে সিয়াম রাখে তাদের সিয়াম এবং ইহুদী ও নাসারাদের সিয়ামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সুতরাং যারা সিয়াম পালন করবে তাদেরকে সাহারী অবশ্যই খেতে হবে। আ'ইশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) বলেন, বিলাল রাতে (সাহারী খাবার) আযান দেয়। তাই তোমরা ততক্ষণ খাও এবং পান কর যতক্ষণ ইবনু উম্মে মাক্তুমের (ফজরের) আযান শুনতে না পাও। (বুখারী হাঃ ১৭৮৩; মুসলিম হাঃ ২৪৬০)

উক্ত হাদীস দু'টি প্রমাণ করে যে, রামাযান মাসে সাহারী খাবার উদ্দেশ্যে সাধারণ জনগণকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য ফজরের আযানের আগে সাহারীর আযান দেওয়া উচিত।

সাহারী খাওয়ার সময় ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ *

ফজরের সময় কালো সুতোর মধ্যে হতে সাদা সুতা যতক্ষণ পরিষ্কার হয়ে না ফুটে ততক্ষণ তোমরা পানাহার করতে থাক– (সূরা আল-বাকারা ১৮৭)। প্রত্যেক দিন ফজরের সময় আকাশের পূর্ব দিকে জমিনের দিক থেকে ওপরের দিকে একটি কালো রেখা ওঠে কিছুক্ষণ পর ঐ কালো রেখাটি মিলিয়ে যায় এবং ঐ কালো রেখার মধ্য হতে একটি সাদা রেখা ফুটে ওঠে অতঃপর ঐ সাদা রেখাটি ডানে ও বামে ছড়িয়ে পড়ে। উক্ত সাদা রেখাটিকে সুবহে সাদিক বলে। এই সুবহে সাদিকের রেখা দেখা যাওয়ার পর সাহারী খাওয়া বন্ধ। (নাসাঈ)

www.banglainternet.com

GOTO LIST

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ আযান শুনবে তখন তার হাতে খাবার পাত্র থাকলে সে তা রেখে দেবে না যতক্ষণ না তার (খাওয়ার) কাজ শেষ হয়। (আবু দাউদ হাঃ ২৩৪২, মিশকাত হাঃ ১৮৯১)

হযরত যায়দ ইবনে সাবেত বলেন, আমরা রসূলুল্লাহর সাথে সাহারী খেতাম, তারপরে সলাতে দাঁড়াতাম। কেউ যায়দকে জিজ্ঞেস করলেন, সাহারী ও সলাতের মধ্যে কতটুকু সময়ের পার্থক্য থাকত? তিনি বলেন, ৫০টি আয়াত পড়ার সময়– (বুখারী হাঃ ১৭৮৫, মুসলিম হাঃ ২৪১৯)। ৫০টি আয়াত পড়তে একজন হাফেযের সময় লাগে ৫/৬ মিনিট এবং একজন সাধারণ কুরআন পাঠকের সময় লাগে ১০/১২ মিনিট। একটু কিরআত করে পড়লে ১৯/২০ মিনিট লাগবে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসটির বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রসূল ও সাহাবায়ে কিরাম ফজরের সলাতের মাত্র ১৫/২০ মিনিট আগে সাহারী খাওয়া শেষ করতেন।

সিয়ামের নিয়্যাত

আরবীতে মনের সংকল্পকে নিয়্যাত বলে। সুতরাং একথা মনে মনে উপলব্ধি করতে হবে যে, আমি আজকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিয়াম থাকলাম। এরূপ ভাব মনে মনে করলে যথেষ্ট হবে। মুখে কোন কথা উচ্চারণ করতে হবে না। আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের আগে সিয়ামের নিয়্যাত করে না তার সিয়াম হয় না– (তিরমিযী বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২য় খণ্ড হাঃ ৬৭৮, আবু দাউদ হাঃ ২৪৪৬, মিশকাত হাঃ ১৮৯০)। এই হাদীস প্রমাণ করে যে, যারা সিয়াম রাখতে চায় তারা যেন ফজরের আগে অবশ্যই নিয়্যাত করে নেয়। সাহারী খাওয়ার সুযোগ না পেলে ঘুম ভাঙ্গার পরই সিয়ামের নিয়্যাত করে নিতে হবে।

সিয়ামরত অবস্থায় যে বিষয়গুলোতে সতর্ক থাকা জরুরী

১। সিয়াম পালনকালে স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ। রামাযান মাসে দিবসে স্ত্রী সঙ্গমে লিপ্ত হলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে এবং দণ্ড দিতে হবে। একটি সিয়ামের পরিবর্তে একটি দাস মুক্ত করবে, অক্ষম হলে পরপর ৬০টি সিয়াম রাখবে। অন্যথায় ৬০ জন মিসকিনকে খানা দিবে– (মুসলিম হাঃ ২৪৬৬)। সঙ্গমে লিপ্ত হবার ভয় না থাকলে চুম্বন বা মর্দন দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যুবকদের এগুলো থেকে বিরত থাকাই উচিত– (মিশকাত ১৯০৯/৮ মাদরাসা পাঠ্য)। তবে মনে রাখতে হবে যে, চুম্বন, আলিঙ্গন বা অন্য যে কোন প্রকারে সবেগে বীর্যস্খলন ঘটলে তার সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। (মুসান্নাফে আঃ রাযযাক ৪র্থ খণ্ড, ১৯২ পৃঃ; বরাতে সিয়াম ও রামাযান ৬২ পৃঃ)

২। সিয়াম অবস্থায় হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত ঘটালে সিয়াম ভেঙ্গে যায়। (বাহরুর রায়েক ২য় খণ্ড খণ্ড, ৭২ পৃঃ; আল মুগনী ৩য় খণ্ড, ১১৩ পৃঃ; বরাতে সিয়াম ও রামাযান ৫৯ পৃঃ)

www.banglainternet.com

GOTO LIST

৩। চরিত্র নষ্টকারী ও পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে এমন উপায় ও উপকরণ থেকে দূরে থাকা।

৪। হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, মিথ্যা, শঠতা, কপটতা, ধোঁকাবাজী, অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার, পরনিন্দা, চুগলখুরী ও পরস্পর ঝগড়া, কলহ ইত্যাদি অবশ্য বর্জনীয়। সিয়াম দিবসে সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সঙ্গম ও তৎসম্পর্কীয় অশ্লীল আলোচনা ও উপরোল্লিখিত ব্যাধিসমূহ হতে সিয়ামপালনকারীকে অবশ্যই বাঁচতে হবে। কেননা, এতে সিয়াম ভেঙ্গে যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি সিয়াম রেখে মিথ্যা কথা বলা এবং তৎপ্রতি আমল করা পরিত্যাগ করল না; তার পানাহার পরিত্যাগ করার কোন আবশ্যকতা নাই। আল্লাহর এতে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই– (বুখারী-হাঃ ১৭৬৮ ও আবু দাউদ হাঃ ২৩৫৪)। অর্থাৎ তার সিয়াম পরিগৃহীত হবে না। সিয়াম পালনকালে হেলায় সময় নষ্ট করা অনুচিত। বরং বেশী বেশী করে আল্লাহর যিকির করা, কুরআন তিলাওয়াত করা এবং কুরআনের তাফসীর-হাদীস ও সিয়ামসহ বিষয়ভিত্তিক বই-পুস্তক পড়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।

৫। সিয়াম অবস্থায় কোন আজে বাজে কথা বলা যাবে না, যদিও সেটা হাস্যোচ্ছলেই বলা হোক না কেন, কারণ তা সিয়ামকে নষ্ট করে। রসূল (সঃ) বলেন, যদি কেউ সিয়াম পালনকারী হয় তবে সে যেন আজে বাজে কথা বলা থেকে বিরত থাকে আর যেন কর্কশভাষী না হয়। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা হত্যা করতে উদ্যত হয় তবে সে যেন বলে আমি সিয়াম পালনকারী আমি সিয়াম পালনকারী। (বুখারী হাঃ ১৭৫৯, মুসলিম হাঃ ২৫৭০)

৬। ইফতার করার সময় অতি ভোজন না করা যা সিয়ামের উপকারিতা নষ্ট করে দেয়, আর স্বাস্থ্যও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সিয়াম সম্পর্কে জরুরী মাসআলাহ

১। নাপাক অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। জাগ্রত হওয়ার পর গোসল করে সলাত আদায় করতে হবে। (মুসলিম হাঃ ২৪৫৬)

২। কারো যদি সিয়াম কাযা থাকে কিন্তু গাফলতি বশতঃ তা রামাযানের পূর্বে করা না হয়, তবে রামাযানের পরেই তা কাযা করে নিবে। (বুখারী হাঃ ১৮১০)

৩। সিয়াম পালনকারী যদি ভুলক্রমে খায় বা পান করে তবে সে তার সওম (রোযা) পূর্ণ করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে আহার করিয়েছেন ও পান করিয়েছেন– (বুখারী হাঃ ১৭৯৫)। অর্থাৎ ভুলক্রমে কিছু খেয়ে ফেললে বা পান করে সওম ভাঙ্গার ক্ষতি হয় না।

৪। ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে সিয়াম ভেঙ্গে যায়। (আবু দাউদ হাঃ ২৩৭২, মিশকাত হাঃ ১৯১০)

www.banglainternet.com

GOTO LIST

৫। হযরত আ'ইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (সঃ) বলেছেন, রামাযানের (রোযা) কাযা দায়িত্বে থাকা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তার পক্ষ হতে তার অভিভাবকগণ সিয়াম পালন করবে। (মুসলিম হাঃ ২৫৫৯, আবু দাউদ হাঃ ২৩৯২)

৬। যে ব্যক্তি রাতে অর্থাৎ সাহারী খাওয়াকালীন সিয়াম রাখার দৃঢ় ইচ্ছা না করল তার সওম (রোযা) হবে না। এটা বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীর (রাঃ) বাচনিক নিখুঁত সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে রসূলুল্লাহ (সঃ) হতে এর প্রমাণের সঠিকতা নেই। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, এটা ফরয সিয়ামের ব্যাপারে প্রযোজ্য, নফল সিয়ামে নয়। (রোযা ও তারাবীহ- মাওলানা আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী ৮৮ পৃঃ)

৭। গর্ভবতী মেয়ে অথবা স্তন্যদায়িনী 'মাতার' যদি বেশী অসুবিধা হয় তবে সিয়াম ভঙ্গ করবে। অন্য সময় তা কাযা করে নিবে। অধিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সিয়াম করতে না পারলে একটা লোককে তিনবেলা অর্থাৎ ইফতার, সন্ধ্যা রাতে ও সাহারী খাওয়াবে। অসুস্থ ব্যক্তি যদি আরোগ্য হওয়ার আশা না থাকে, তবে তার পক্ষ হতে ঐ নিয়মে খাওয়াবে। আর সাধারণ অসুখ হলে রোগ মুক্তির পরই সে নিজেই তা কাযা করে নিবে এটাই কুরআনের বিধান। (ঐ ১১-১২ পৃঃ)

৮। প্রয়োজনে বাচ্চাকে কোন খাবার চিবিয়ে দিলে সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না।

সফর অবস্থায় সিয়াম

হযরত আ'ইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হামযা ইবনু আমর আসলামী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সফররত অবস্থায় সওম (রোযা) পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সওম পালন কর, আর যদি ইচ্ছা হয় তবে সওম ছেড়ে দাও। (মুসলিম হাঃ ২৪৯২, ২৪৯৩)

রামাযানের সিয়াম না রাখার কাফফারা

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (সঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সুযোগের (সফর বা রোগ) অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন কারণে রামাযানের কোন দিনে সিয়াম ভঙ্গ করে, সে যদি যুগ যুগ ধরে সিয়াম রাখে তবুও তার কাযা আদায় হবে না। (আবু দাউদ হাঃ ২৩৮৮)

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রামাযানের সওম (রোযা) ভেঙ্গে ফেলার কারণে নবী (সঃ) তাকে নির্দেশ দিলেন, হয়তো সে একটি গোলাম আযাদ করবে অথবা দুই মাস সওম পালন করবে অথবা ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে। (মুসলিম হাঃ ২৪৬৬)

www.banglainternet.com

ইফতার

ইফতার সময়ের মর্যাদা ও ফযীলত ঃ সিয়াম সাধনাকারী ব্যক্তির খুশির বিষয় দু'টি যখন সে ইফতার করলো তখন ইফতার করার কারণে আনন্দ লাভ করল এবং যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন তার সওমের কারণে আনন্দিত হবে। (মুসলিম হাঃ ২৫৭৫)

জাহান্নাম থেকে মুক্তি বিশেষ করে ইফতারের সময় হয়। যেমন- রসূল (সঃ) বলেন, রামাযানের সময় আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের মুক্তি দেন– (ইবনু মাজাহ)। সিয়াম পালনকারীর দু'আ সম্পর্কে নবী (সঃ) বলেন, সিয়ামকারীর দু'আ ফেরত দেয়া হয় না– (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩য় খণ্ড, ৭ পৃঃ)। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, বিশেষ করে ইফতারের সময় তা রদ হয় না। যেমন, তিনি বলেন- ইফতারের সময় দু'আ খুব তাড়াতাড়ি কবুল হয় এবং ঐ সময়ে আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন ৬০ হাজার লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন– (বায়হাকী)। তিনি (সঃ) বলেন, ইফতারের সময় সিয়ামকারীর দু'আ নিশ্চয় রদ হয় না– (ইবনু মাজাহ)। তাই ইফতারের আগে গল্প গুজবে সময় নষ্ট না করে খাবার সামনে নিয়ে বসে বসে দু'আ করতে থাক।

ইফতার কখন করতে হবে ঃ রসূল (সঃ) বলেছেন, চিরদিন ইসলাম ধর্ম সমগ্র বিশ্বে জয়ী ও প্রভাবশালী হয়ে থাকবে যতদিন পর্যন্ত মুসলিমরা সূর্য ডুবার সাথে সাথে কোনরূপ দেরি না করেই ইফতার করবে। কেননা ইয়াহুদ নাসারাদল চিরদিন দেরিতে ইফতার করে। (আবু দাউদ হাঃ ২৩৪৫)

রসূল (সঃ) বলেছেন, যতদিন মানুষ বিলম্ব না করে ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে। (বুখারী হাঃ ১৮১৮, মুসলিম হাঃ ২৪২১)

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা (রামাযানে) আল্লাহর রসূলের সাথে সফরে ছিলাম। (তখন তিনি সিয়ামরত অবস্থায় ছিলেন) অতঃপর (সূর্য ডুবার সময়) তিনি একজনকে বললেন, নামো এবং আমার জন্য ছাতু গুলে দাও। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! ঐ যে সূর্য (দেখা যায়) তিনি তার কথায় কান না দিয়ে আবার বললেন, তুমি নামো এবং অতঃপর আমার জন্য ছাতু গুল। সে আবার বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ ঐ যে সূর্য দেখা যায় এবারও তার কথায় কান না দিয়ে তিনি বললেন, তুমি নামো অতঃপর আমার জন্য ছাতু গুল। অতঃপর সে নামল এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য ছাতু গুললো। তিনি তা পান করলেন। তারপর তিনি পূর্বদিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন- যখন তোমরা দেখবে যে, রাত ঐ দিক থেকে আসছে তখন সিয়ামকারীর ইফতারের সময় হয়ে গেছে– (বুখারী হাঃ ১৮০২, মুসলিম হাঃ ২৪২৬-২৭)। এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সূর্য ডুবার সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে।

www.banglainternet.com

GOTO LIST

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) মাগরিব সলাত আদায়ের পূর্বে ইফতার করতেন– (আবু দাউদ হাঃ ২৩৪৮)। তাই ইফতার মাগরিবের আগেই করতে হবে। অতএব একটু আলো অবস্থায় ইফতার করা রসূল (সঃ)-এর সুন্নাত। একটু অন্ধকার হোক বলে অপেক্ষা করা ঠিক নয়।

কি দিয়ে ইফতার করতে হবে ঃ আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ ইফতার করবে তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কারণ, এটা বরকতের জিনিস। আর যদি সে খেজুর না পায় তাহলে সে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে– (আবু দাউদ হাঃ ২৩৪৭)। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নবী (সঃ) সলাতের আগে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। কখনো যদি তা না পেতেন তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাও না পেলে তখন কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিতেন– (আবু দাউদ হাঃ ২৩৪৮, মিশকাত মাদরাসার পাঠ্য হাঃ ১৮৯৪)। এই হাদীস দু'টি প্রমাণ করে যে, খেজুর দিয়ে ইফতার করা উচিত। যদি কেউ খেজুর না পায় তাহলে তিনি পানি দিয়ে ইফতার করবে।

ইফতারের দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ *

আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া'আলা রিযক্বিকা আফ্তারতু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার জন্য সিয়াম রাখলাম আর তোমারই প্রদত্ত আহার দিয়ে ইফতার করছি। (আবু দাউদ হাঃ ২৩৫০)

ইফতারের শেষে দু'আ ঃ

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ *

উচ্চারণ ঃ যাহাবায্যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল 'উরূকু ওয়াসাবাতাল্ আজরু ইনশা-আল্লাহ্।

অর্থ ঃ পিপাসা মিটেছে, শরীরের শিরা উপশিরা সিক্ত হয়েছে এবং বিশ্ব নিয়ন্তার নিকট আমাদের সওয়াব নির্ধারিত হয়েছে। (আবু দাউদ হাঃ ২৩৪৯)

ইফতার করানোর ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কেউ যদি রামাযানে মাসে সিয়ামকারীকে ইফতার করান তাহলে ঐ ইফতার করানোটা তার গোনাহ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে এবং সে অতটাই নেকী পাবে যতটা নেকী সিয়ামকারী পাবে। অথচ সিয়ামকারীর নেকী মোটেই কমানো হবে না। সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সবাইতো এমন জিনিস পায় না যা দ্বারা সে কাউকে ইফতার করাতে পারে? তিনি বলেন, আল্লাহ তাকে এই সওয়াবই দেবেন যে ব্যক্তি কোন সিয়ামকারীকে এক ঢোক দুধ অথবা একটা

শুকনো খেজুর কিংবা এক চামুক পানি দিয়েও ইফতার করাতে পারবে। আর যে ব্যক্তি কোন সিয়ামকারীকে পেট ভরে ইফতার করাবে আল্লাহ তাকে আমার হাওয (কাওসার) থেকে এক ঢোক পানি পান করাবেন। যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত পিপাসিত হবে না। (বায়হাকীর শো'আবুল ঈমান বরাতে মিশকাত হাঃ ১৮৬৮)

তারাবীহ

তারাবীহ ও তার নামকরণ ঃ রামাযান মাস ছাড়া অন্য মাসগুলোকে মধ্য রাতের পর যে সলাত পড়া হয় তাকে হাদীসের দৃষ্টিতে সলাতুল লাইল, কিয়ামুল লাইল ও তাহাজ্জুদ বলা হয়েছে এবং রামাযানের রাতে যে সলাত পড়া হয় তাকে কিয়ামে রামাযান নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ সাঈদ বলেন, রামাযান মাসে রাতে সলাত পড়ার সময় লোকেরা প্রত্যেক চার রাক'আত সলাত পড়ার পর একটু বিশ্রাম নিত বলে এর নাম তারাবীহ রাখা হয়েছে– (আল মুগরব ১ম খণ্ড, ২২৩ পৃঃ)। বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা কিরমানী বলেন, কিয়ামে রামাযানেরই নাম তারাবীহ– (নাইলুল আওতার ২য় খণ্ড, ২৯৫ পৃঃ)। সুতরাং এগার মাস যার নাম তাহাজ্জুদ রামাযানে তারই নাম তারাবীহ।

তারাবীর গুরুত্ব ও ফযীলত ঃ রসূল (সঃ) তারাবীর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা রামাযানের সিয়ামকে ফরয করেছেন এবং আমি তার ক্বিয়ামকে (অর্থাৎ তারাবীহকে) সুন্নাত করেছি। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় রামাযানের সওম পালন করে এবং রাতে সলাতে দাঁড়ায় সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হবার মত সমস্ত গোনাহ থেকে নিষ্পাপ হয়ে যায়। (নাসাঈ ১ম খণ্ড ২৩৯ পৃঃ, ইবনু মাজাহ ৯৫, নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড ২৯৫ পৃঃ)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি রামাযানে (রাতে তারাবীর সলাতে) ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় দাঁড়ায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী হাঃ ১৮৬৭, তিরমিযী হাঃ ৭৫৫)

তারাবীহের সময় ও জামা'আত ঃ সাহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাসজিদে রামাযানের রাতে ভিন্ন ভিন্ন দলে (তারাবীর) সলাত পড়তেন। তাদের মধ্যে যিনি কুরআনের কিছু হাফেয হতেন তার সাথে পাঁচ কিংবা ছয় অথবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী লোক সলাত পড়তেন। মা আ'ইশা (রাঃ) বলেন, ঐ সময় এক রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আমার হুজরার দরজায় একটি চাটাই টাঙিয়ে দিতে বললেন। আমি তাই করলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) এশার সলাত পড়ার পর ঘর থেকে বের হলেন। তখন মাসজিদে যারা ছিলেন তারা তাঁর কাছে জড়ো হল। ফলে তিনি তাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ রাত ধরে (তারাবীহ) সলাত পড়লেন। (মুসনাদে আহমাদ ৫ম খণ্ড ৭-৮ পৃঃ বরাতে সিয়াম ও রামাযান ৩৩-৩৪ পৃঃ)

www.banglainternet.com

GOTO LIST

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তারাবীর জামা'আত করেছিলেন এবং তা এশার জামা'আত শেষ করে নিজ ঘরে সুন্নাত ইত্যাদি পড়ার পর ঐ জামাআত করেছিলেন।

আ'ঈশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) একদিন রামাযানে অর্ধেক রাতে বের হলেন, অতঃপর মাসজিদে সলাত পড়লেন এবং কিছু লোকও তাঁর সাথে সলাত পড়লেন। অতঃপর সকালে তারা আলোচনা করায় দ্বিতীয় রাতে আরো বেশী লোক জড় হল। তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সলাত পড়লেন। অতঃপর সকাল বেলায় আলোচনা হওয়ায় তৃতীয় রাতে আরো বেশী লোক জড় হল। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘর থেকে বের হলেন এবং মাসজিদে গিয়ে মানুষও তার সাথে আদায় সলাত আদায় করল। তারপর চতুর্থ রাতে এত লোক জড় হল যে, মাসজিদে জায়গা হল না। রসূলুল্লাহ (সঃ) রাতে ঘর থেকে বের না হয়ে ফজরের সময় বের হলেন এবং ফজরের সলাত পড়ে বললেন, তোমাদের রাতের অবস্থা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু আমি ভয় পেলাম যে, (তারাবীর) সলাত যদি তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায় তখন তোমরা যদি তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়? অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত ঐরূপ চলতে থাকে। (বুখারী হাঃ ১৮৬৯)

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, তারাবীর জামাআত এশার পর না করে অর্ধেক রাতেও শুরু করা যেতে পারে। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, তারাবীর সলাত ফরয হয়ে গেলে উম্মতের কষ্ট হবে বলে রসূলুল্লাহ (সঃ) গোটা রামাযানে জামা'আত করে তারাবীহ পড়েননি। বরং কয়েক রাত পড়ে সুন্নাত জারী করে গেছেন। আবূ হুরাইরার রিওয়ায়াতে আছে; রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর থেকে হযরত আবূ বকরের (রাঃ) যুগে এবং ওমরের (রাঃ) যুগে প্রথম দিক পর্যন্ত ব্যাপারটি ঐরূপ চলতে থাকে– (বুখারী হাঃ ১৮৬৮)। অর্থাৎ কেউ বিনা জামা'আতে একা একা, কেউ শেষ রাতে, কেউ ঘরে, কেউ মাসজিদে, বিক্ষিপ্তভাবে তারাবীর সলাত পড়তে থাকে– (মিরআত ২য় খণ্ড ২২৬ পৃঃ)। পরবর্তীতে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) জামা'আত করে তারাবীহ পড়ার হুকুম জারী করেন। (তাবাকাতে ইবনু সা'দ ৫ম খণ্ড ৪২ পৃঃ, নামাযকে আহকাম ও মাসায়েল ১৩৮ পৃষ্ঠার বরাতে সিয়াম ও রামাযান ৩৪ পৃঃ)

তারাবীহ্ কত রাক'আত ঃ বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) রামাযানে কয়েক রাত জামাআত করে তারাবীহ পড়েছিলেন। এছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্যান্য হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তিনি (সঃ) কয়েক রাতে জামা'আত করে তারাবীহ পড়েছিলেন। কিন্তু এই হাদীসগুলোতে এ কথার উল্লেখ নেই যে, তিনি তখন কয় রাক'আত তারাবীহ পড়েছিলেন।

একদা আ'ইশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, রামাযানে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সলাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসেও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সলাত ১১ রাকা'আতের বেশী ছিল না। ৪ রাক'আত করে ৮ রাক'আত (তারাবীহ) এবং ৩ রাক'আত (বিতর)– (বুখারী ৮৭০)।

www.banglainternet.com

GOTO LIST

মহিলাদের তারাবীহ ঃ আরফাজাহ বলেন, আলী (রাঃ) লোকদেরকে রামাযান মাসে রাতে সলাতের জন্য হুকুম দিতেন এবং পুরুষদের জন্য একজন ইমাম ও মেয়েদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করতেন। আমি মেয়েদের ইমাম হতাম। (বায়হাকী, কানযুল ওমমা-ল ৮ম খণ্ড ২৬৫ পৃঃ বরাতে সিয়াম ও রামাযান ৩৩ পৃঃ)

উক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মেয়েদেরও তারাবীর জামা'আত হোত। তাই পুরুষদের মত মেয়েদেরও তারাবীহ পড়া সুন্নাত। (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ২০৫ পৃঃ বরাতে সিয়াম ও রামাযান ৩৩ পৃঃ)

লাইলাতুল ক্বদরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلَٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ - هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ *

(১) আমি নাযিল করেছি এই মহা পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন মহিমান্বিত ক্বদরের রাত্রিতে। (২) (হে নবী) আপনি কি জ্ঞাত আছেন এই ক্বদরের রাত্রি কি? (৩) এতো সেই ক্বদরের রাত্রি, যে রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। (৪) আর আপনার রবের নির্দেশক্রমে এই রাত্রিতে অবতরণ করেন স্বয়ং জিবরীল ও তার দলবল। (৫) অতঃপর পরম শান্তি, যা কিনা ফজরের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (সূরাতুল ক্বদর)

যে রজনীতে মহা পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন নাযিল হয়েছিল হেরা পর্বতের রহমতের গুহায়। আর কুরআন তার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করছে "রামাযান মাসই হলো সেই মাস, যে মাসে নাযিল করা হয়েছে মহাপবিত্র কিতাব আল-কুরআন" (সূরা আল-বাকারা ১৮৫)। এই রাত হচ্ছে সমস্ত রাত হতে আলাদা। রহমতপূর্ণ ও বরকতময় রাত। "শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী"– (সূরা আদ দুখান ২-৩)। সে মহিমান্বিত রাতটি হলো শবে ক্বদর বা বরকতময় রাত। মাহে মুবারাক রামাযান অন্যান্য সকল মাস অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অনুরূপ মহিমান্বিত ক্বদরের রাত অন্যান্য রাত অপেক্ষা সহস্রগুণেরও অধিক শ্রেয়।

লাইলাতুল ক্বদর কোন দিন ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আমরা আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে রামাযানের মধ্যের দশদিনে এ'তেকাফে বসলাম। অতঃপর ২০ তারিখে রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের সামনে ব্যক্ত করলেন যে, স্বপ্নে আমাকে লাইলাতুল ক্বদর দেখানো হয়েছে কিন্তু মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাকে ভুলানো হয়েছে অথবা আমি ভুলে গেছি।

www.banglainternet.com

GOTO LIST

অতএব রসূলে আকরাম (সঃ) বললেন যে, তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় তারিখে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ রাতগুলোতে অনুসন্ধান কর। কেননা আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি স্বয়ং পানি ও কাদাতে সিজদা করছি। অতএব যারা আমার অনুকরণে এ'তেকাফে ছিল তারা যেন রামাযানের শেষ দশকে পুনরায় আমাকে অনুসরণ করে। অতঃপর পুনরায় আমরা এ'তেকাফের জন্য ফিরে এলাম। পরে আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল এবং আমাদের এ'তেকাফ অবস্থায় এমন বর্ষণ শুরু হলো যে, মাসজিদের খেজুরের ছাদ বেয়ে পানি চুইয়ে চুইয়ে মাটিতে ঝরতে লাগল। এমতাবস্থায় আমরা ভিজে গেলাম এবং মাসজিদের জমি কর্দমাক্ত হয়ে গেল। আমরা সেখানেই সিজদা করতে লাগলাম। এমনকি প্রভাতে মহানবী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কপালে কর্দমাক্ত মাটিতে সিজদা দেয়ার চিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। (বুখারী হাঃ ১৮৭৩, মুসলিম হাঃ ২৬৩৯)

মা আ'ইশা (রাঃ) বলেন- রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ কর– (বুখারী ১৮৭৪)। প্রথমে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সঠিকভাবে তা জানিয়ে দেয়া হলেও পরে তা গোপন করা হয়েছে। যাতে মুসলিম উম্মাহ একটি মহিমান্বিত রাত পাওয়ার জন্য পাঁচটি রাতেই আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হতে পারে তার জন্যই এমন করা হয়েছে। অতএব কোন এক নির্দিষ্ট রাতের অপেক্ষায় থেকে অন্য রাতে গাফিল থাকা আদৌ সঙ্গত নয়।

লাইলাতুল ক্বদরের মাহাত্ম্য ও লক্ষণ ঃ (১) লাইলাতুল ক্বদরের বিশেষ এক নিদর্শন এই যে, সেই দিন সূর্য উদয়ের সময় তা সাদা বর্ণ ধারণ করবে এবং এতে অন্যান্য সাধারণ দিনের ন্যায় প্রখর কিরণ থাকবে না– (নায়লুল আওতার)। (২) মা আ'ইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) রামাযানের শেষ দশকে নিজে রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং তার পরিবার পরিজনকে ঘুম থেকে জাগাতেন এবং কোমর কষে বাঁধতেন– (বুখারী হাঃ ১৮৮২, মুসলিম হাঃ ২৬৫৪)। (৩) মা আ'ইশা হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) রামাযানের শেষ দশকে এত সাধনা করতেন যে, অন্য সময়ে তা করতেন না– (মুসলিম হাঃ ২৬৫৫, তিরমিযী হাঃ ৭৪৪)। (৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, যদি কোন ব্যক্তি ঈমান সহকারে নেকীর উদ্দেশ্যে লাইলাতুল ক্বদরে কিয়াম করে অর্থাৎ নৈশ ইবাদতে রাত পার করে তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ মহামহিম আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। (বুখারী হাঃ ১৮৭১)

লাইলাতুল ক্বদরে করণীয় ঃ এই ক্বদরের রাতে বিশেষ এক দু'আ আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সঃ) সবাইকে পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। দু'আটি হলো- اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ *

"আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী"। এর অর্থ হচ্ছে- "হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাস, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ বরাতে মিশকাত মাদরাসা পাঠ্য হাঃ ১৯৯০/৮)

www.banglainternet.com

GOTO LIST

ক্বদরের রাত অবহেলায় কাটানো ঠিক নয় ঃ সাহাবী আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেছেন যে, যখন রামাযান মাসের আগমন ঘটে তখন রসূলে করীম (সঃ) বলতেন, মধ্যে এখন বর্তমান। এই পবিত্র রামাযানের একটি রাত এক হাজার মাসের রাতের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি সেই রাতের গুণাগুণ ও রহমত হতে বঞ্চিত হলো সে সর্ববিধ মঙ্গল হতে বঞ্চিত হলো তবে জেনে রেখো সে, বদ-নসীব, হতভাগা। (আহমাদ)

ই'তেকাফ

ই'তেকাফ শব্দের অর্থ ঃ বিশেষ কোন স্থানে অবস্থান করা। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে রসূলের পদ্ধতি অনুযায়ী কোন মাসজিদে নিজেকে বন্দী রাখা বা অবস্থান করাকে ই'তেকাফ বলা হয়।

রসূল (সঃ) প্রতি রামাযানের দশ দিন ই'তেকাফ করতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর তিনি বিশদিন ই'তেকাফ করেন। কেননা পূর্বের বছর সফরে থাকার কারণে ই'তেকাফ করতে পারেননি। (বুখারী হাঃ ১৯০১, আবু দাউদ হাঃ ২৪৫৫)

মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উপায় হিসেবে পবিত্র মাহে রামাযান মাসে ই'তেকাফ পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অধিকাংশ আলিমের মতে ই'তেকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

ই'তেকাফের প্রকারভেদ ও সময়সীমা ঃ বিভিন্ন প্রকার হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ই'তেকাফ তিন প্রকার- (১) **ওয়াজিব ঃ** কেউ যদি মানত করে সে ই'তেকাফ করবে তাহলে ঐ ই'তেকাফ তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে– (বুখারী হাঃ ১৮৮৯)। তবে এক্ষেত্রে ই'তেকাফকারী যতটুকু সময়ের জন্য মানত করবে তত টুকু সময়ের জন্য ওয়াজিব- পূর্ণ দশদিন শর্ত নয়। (২) **সুন্নাত ই'তেকাফ ঃ** মা আ'ইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (সঃ) রামাযানের শেষ দশদিন ই'তেকাফ করতেন। পরিশেষে আল্লাহ তাকে ওফাত দেন, তারপর তাঁর বিবিরাও ই'তেকাফ করতেন– (বুখারী হাঃ ১৮৮৪, মুসলিম হাঃ ২৬৪৯৫০)। কেবল তাঁর মারা যাওয়ার বছরে বিশদিন ই'তেকাফ করেছেন– (বুখারী হাঃ ১৯০১ ও আবু দাউদ হাঃ ২৪৫৮)। হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুন্নাত ই'তেকাফের সময়সীমা কমপক্ষে দশদিন এবং উর্ধ্বে বিশদিন। (৩) **নফল ঃ** বিখ্যাত তাবিঈ আতা বলেন, কেউ মাসজিদে যতক্ষণ থাকবে তার ততক্ষণ ই'তেকাফ হবে।

ইয়ালা ইবনে ওমাইয়া (রাঃ) সাহাবী বলেন, আমি মাসজিদে এক ঘণ্টা থাকবো এবং ই'তেকাফ নিয়তেই অবস্থান করবো– (মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক)। অতএব যে কোন সময় মাসজিদে ই'তেকাফ নিয়তে অবস্থান করা হচ্ছে নফল ই'তেকাফ তা সামান্য সময়ও হতে পারে বা কিছু দীর্ঘ হতে পারে।

www.banglainternet.com

GOTO LIST

ই'তেকাফের স্থান ঃ ই'তেকাফের স্থান মাসজিদে হওয়া চাই, ঘর বা অন্য কোন স্থানে নয়। আল্লাহ বলেন, তোমরা মাসজিদে ই'তেকাফরত অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করো না।

নাফি (রাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) আমাকে মাসজিদে নববীর সেই বিশেষ স্থানটি দেখিয়েছেন যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) ই'তেকাফ করতেন– (মুসলিম হাঃ ২৬৪৮, আবু দাউদ হাঃ ২৪৫৭)। ই'তেকাফের জন্য মাসজিদের এক কোণায় আড়াল করে তাতে বিছানা পাততে হবে।

ই'তেকাফ শুরুর নিয়ম ঃ যারা রামাযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করার ইচ্ছে করবে তারা সূর্য ডুবার একটু আগে ই'তেকাফের স্থানে প্রবেশ করবে। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রামাযান মাসের দশকে ই'তেকাফ করতেন। অতঃপর রসূল (সঃ) বিশ তারিখ গত এবং একুশ তারিখ আগত হবার নিজের অবস্থান হতে ক্ষেত্রে ফিরে যেতেন এবং তার সাথে যারা ই'তেকাফ করতেন তারাও ফিরে যেতেন। (মুসলিম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২৬৫৫)

হযরত আ'ইশা (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) যখন ই'তেকাফের ইচ্ছা করতেন তখন ফজরের সলাত পড়ে ই'তেকাফের জন্য খাস জায়গায় ঢুকতেন। (মুসলিম হাঃ ২৬৫২, আবু দাউদ হাঃ ২৪৫৬)

তাছাড়া মুস্তাহাব ই'তেকাফের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই।

করণীয় ঃ (১) ই'তেকাফের নিয়তে শুধুমাত্র ই'তেকাফের জন্য মাসজিদে অবস্থান করবে। তবে কেউ যদি দুনিয়াদারীর (টুকটাক) কথা অথবা কাজ করে তাহলে তাঁর ই'তেকাফ ভঙ্গ হবে না।

(২) ই'তেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হল কোন রোগীকে দেখতে না যাওয়া, কারো জানাযায় হাজির না হওয়া, স্ত্রীকে স্পর্শ না করা এবং তার সাথে সহবাস না করা, নিরুপায় কারণ ছাড়া বাইরে না যাওয়া। (আবু দাউদ হাঃ ২৪৬৫, মিশকাত ২০০৪/৯ মাদরাসার পাঠ্য)

(৩) চুলকাটা, গোঁফ কাটা, নখ কাটা, খুশবু মাখা, ভাল কাপড়-চোপড় পরা, অন্যের খেদমত নেয়া ইত্যাদি জায়িয। (বুখারী হাঃ ১৮৮৬, আবু দাউদ হাঃ ২৪৬১)

(৪) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে দীনী শিক্ষা দেয়া যাবে এবং হাদীসও লিখা যাবে। (আল মুগনী ৪র্থ খণ্ড, ২০৫ পৃঃ)

(৫) কারো মাসজিদে খাবার আনার জন্য অন্য লোক না থাকলে সে বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারবে।

www.banglainternet.com

GOTO LIST

ফিতরা

ফিতরা কাকে বলে ঃ ইসলামী পরিভাষায় ফিতরাকে সাদাকাতুল ফিতর, যাকাতুল ফিতর, যাকাতুল ফিতরা, যাকাতে রামাযান ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়।

ফিতরার গুরুত্ব ঃ রামাযান মাসে সিয়ামের ভুল-ত্রুটি দূর করতে এবং ঈদের অন্তত একটি দিন যেন মুসলিম সকলে আনন্দে মেতে থাকতে পারে সে লক্ষ্যে আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) হিজরী ২য় সনে আমাদের উপর ফিতরা ফরয করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সঃ) সিয়ামকে (রোযাকে) অনর্থক ও অশালীন কথার গুনাহ হতে পবিত্র করার জন্য এবং নিঃস্বদের মুখে খাবার দেয়ার জন্য ফিতরা নির্ধারণ করেছেন। (মিশকাত ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৭২৬)

ফিতরা কারা দিবে ঃ রসূল (সঃ) বলেছেন, ধনী-গরীব, ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ সকলের জন্য ফিতরা প্রদান ফরয– (বুখারী হাঃ ১৪০৭, ১৪১৫ ও তিরমিযী হাঃ ৬২৬)। যেমন, কোন পরিবারে দুই এক দিনের শিশু ও বাসার কাজের ছেলেমেয়ে সহ সকলের পক্ষ থেকে সেই পরিবারের উপার্জন ক্ষম ব্যক্তির উপর ফিতরা প্রদান করা ফরয।

ফিতরা কখন দিতে হবে ঃ শওয়াল বা ঈদের চাঁদ দেখা গেলে ফিতরা আদায় করতে হয়। তবে অবশ্যই ঈদের সলাতের পূর্বে। (বুখারী হাঃ ১৪১২)

শওয়ালের চাঁদ দেখার দুই একদিন আগে থেকেও ফিতরা প্রদান করা যেতে পারে। ফিতরা প্রদান না করলে সিয়াম আল্লাহর নিকট কবুল হয় না।

ফিতরা বন্টনের নিয়ম ঃ ঈদের সলাতের পূর্বেই ফকীর মিসকিনদের মাঝে ফিতরা বণ্টন করে দিতে হবে। কেননা তারাই হচ্ছে ফিতরার সবচেয়ে বেশি হকদার। উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত মিসকিন নিজেরাই ফিতরা প্রদান (পূর্বে বর্ণনাকৃত) করে তারাও প্রয়োজনানুযায়ী ফিতরা নিতে পারবে। যাকাত যে আটটি খাতে বণ্টন করা হয় সে খাতেই ফিতরা বণ্টন করা হবে কিনা এই নিয়ে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের মতামত হচ্ছে যাকাতের খাতসমূহে বণ্টন ফরয নয় তবে প্রয়োজনে দেয়া যেতে পারে। যাদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ নয় তাদেরকে ফিতরা দেয়া যাবে না। এমনকি যে এমন কর্মক্ষম ও বেকার যে, উপার্জন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অলসতা করে কাজ করে না তাকেও দেয়া যাবে না। এরূপ নিজের পিতামাতা স্ত্রী সন্তানকেও দেয়া জায়িয নয়। কারণ তাদেরকে দেয়া মানে নিজেকেই দেয়া।

ফিতরার দ্রব্য ও তার পরিমাণ ঃ ফিতরার পরিমাণ অবশ্যই প্রধান খাদ্য দ্রব্যের এক সা' (তৎকালীন আরবে প্রচলিত মাপের পদ্ধতি) যা

www.banglainternet.com

GOTO LIST

বাংলাদেশের ওজনের পরিমাপে আড়াই কেজি হতে হবে– (বুখারী হাঃ ১৪১৩)। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী প্রধান খাদ্য দ্রব্য দ্বারা (যেমন বাংলাদেশের চাল) ফিতরা প্রদান সবচেয়ে উত্তম। উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য দ্বারা ফিতরা আদায় করাই ভাল। যেমন আমাদের দেশে প্রতি কেজি চাল কম টাকায়ও পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বেশি মূল্য ধরে ফিতরা প্রদানই উত্তম। যদিও খাদ্য বস্তু দ্বারাই ফিতরা প্রদান করা সবচেয়ে উত্তম, তথাপি খাদ্য বস্তুর মূল্য দ্বারা ফিতরা আদায় করা যেতে পারে।

ঈদুল ফিতর

ঈদ আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে খুশি বা আনন্দ। রসূল (সঃ) বলেছেন, হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতিরই আনন্দ উৎসব রয়েছে। আর ঈদুল ফিতর আর ঈদুল আযহা হচ্ছে আমাদের ঈদ– (বুখারী হাঃ ৮৯৮)। রসূল (সঃ) দুই ঈদের দিনে গোসল করতেন– (ইবনু মাজাহ ৯৪ পৃঃ)। তারপর তিনি সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পড়তেন। (নাসাঈ ১ম খণ্ড ১৭৮ পৃঃ)

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খেজুর খাওয়া সুন্নাত। আর খেজুর বিজোড় সংখ্যায় খেতে হবে। (বুখারী হাঃ ৮৯৯)

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাতায়াতের রাস্তা পরিবর্তন করা সুন্নাত। (বুখারী হাঃ ৯২, আবু দাউদ হাঃ ১১৫৬, তিরমিযী হাঃ ৫০৭)

ঈদের সলাত (নামায) মাঠে, ময়দানে বা খোলা জায়গায় পড়তে হয়। তবে বৃষ্টির দরুণ ঈদের সলাত মাসজিদে পড়া জায়িয আছে– (আবু দাউদ হাঃ ১১৬০)। ঈদুল ফিতরের সলাত সূর্যোদয়ের পর থেকে যত তাড়াতাড়ি পড়া সম্ভব, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হাদীসে ইশরাকের সময়ের মধ্যেই সাহাবায়ে কিরাম পড়েছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। (মুসলিম হাঃ ১১৩৫)

মহিলাগণ ঈদের সলাত পড়তে ঈদগাহে যাবেন। এমনকি হায়িয (ঋতুবতী) মহিলাদেরকেও ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া সুন্নাত। (বুখারী হাঃ ৯১৫, ৯১৮)

আল্লাহর রসূল (সঃ) আযান ও ইকামত ব্যতীত ঈদের সলাত পড়েছেন– (আবু দাউদ হাঃ ১১৪৭, তিরমিযী হাঃ ৫০০)। ঈদের সলাত ২ রাক'আত পড়তে হবে– (বুখারী হাঃ ৯০৮)। ঈদের সলাতের তাকবীর ১২টি। প্রথম রাক'আতে কির'আতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কির'আতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠাতে হবে। (আবু দাউদ হাঃ ১১৪৯, তিরমিযী হাঃ ৫০৩)

ঈদের দিন রসূল (সঃ)-এর জন্য তাঁর সামনেই বর্শা পুঁতে দেয়া হতো। তারপর তিনি সলাত আদায় করতেন। (বুখারী হাঃ ৯১৬)

www.banglainternet.com

GOTO LIST

ঈদের সলাতে প্রথম সলাত পড়তে হবে এবং পরে খুতবা দিতে হবে। (বুখারী হাঃ ৯০৪, মুসলিম হাঃ ১১৪৩)

ঈদের সলাতের কির'আতে সূরা ক্বাফ এবং সূরা কামার পড়া সুন্নাত– (আবু দাউদ হাঃ ১১৫৪)। এভাবে সূরা আ'লা এবং সূরা গাসিয়া পড়া সুন্নাত। (তিরমিযী হাঃ ৫০১)

কাযা সিয়াম রাখার সময়

কাযা শব্দের অর্থ পূর্ণ করা। রামাযানের কাযা সিয়াম আদায় করার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। বরং বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা যাবে। এ সম্পর্কে রামাযানের কাযা সিয়াম এক সঙ্গেই রাখা আবশ্যকীয় নয় বরং বিভিন্ন সময় উক্ত সিয়াম রাখা যাবে। হযরত আ'ইশা (রাঃ) বলেন যে, আমার উপর রামাযানের সিয়াম কাযা থাকত কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) উপস্থিত থাকায় বা রসূলুল্লাহর সাথে ব্যস্ততা হেতু সেই সিয়াম শাবান ব্যতীত আদায় করা সম্ভব হতো না। (বুখারী হাঃ ১৮১০)

সিয়ামের উদ্দেশ্য না বুঝার কারণে যা হচ্ছে

সিয়ামের উদ্দেশ্য না বুঝার দরুণ রামাযানের সিয়াম পালনকারী অধিকাংশ লোকেরই আমল আখলাকে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। এসব লোকেরা সিয়াম পালনরত অবস্থায় মিথ্যাচার করে, অশ্লীল কথা ও আচরণ করে, ঝগড়া ফাসাদ, গীবত, চুগলখুরী, প্রতারণা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়, হারাম থেকে বাঁচে না। এমনকি রামাযান শেষ হলে এদের অনেকে শওয়ালের প্রথম তারিখে তথা ঈদের আগে রাতে এমন সব কর্মকাণ্ড করে যা এক মাসের পুণ্যকে নিমিষেই ধ্বংস করে দেয়। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে মদ, জুয়া, যেনা, অশ্লীল গান বাজনার তুফান বয়ে যায়। ঈদ উৎসব পালনের নামে হিন্দু, খৃষ্টান ও ইয়াহূদীদের কৃষ্টি কালচারের আদলে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার মহড়া চলে। যা দেখে কাফির মুশরিকরাও তাদের থেকে মুসলমানদের পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়। তাই সিয়াম কোন যাদু নয় যে, শুধু গতানুগতিক নিয়ম পালন করলেই এর উদ্দেশ্য সফল হবে বরং ভাত খাওয়া দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত শারীরিক শক্তি লাভ করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে খাদ্য পাকস্থলিতে গিয়ে হজম হয় এবং রক্ত হয়ে শরীরের শিরায় প্রবাহিত হয়। সে মতই সিয়াম দ্বারা কোন নৈতিক ও আত্মিক শক্তি লাভ করা যেতে পারে না-যতক্ষণ পর্যন্ত সিয়ামপালনকারী সিয়ামের আসল উদ্দেশ্য ভালভাবে বুঝতে না পারবে এবং না মানবে। যারা সিয়াম পালন করে থাকে অথচ তাদের জীবনে সংশোধন দেখা যায় না, সিয়ামের আদর্শের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় না, এসব লোকদের দ্বারা বরং ইসলামের দুর্নামই হয়। জাতির মর্যাদা হ্রাস পায়। যদিও ইসলাম ভ্রাতৃত্বের ধর্ম, মানবতার ধর্ম। কিন্তু এসব লোকদের দ্বারা তা ফুটে উঠে না বরং তাদের কারণে অন্যের জন্য ইসলামের মহান আদর্শ সম্পর্কে বিভ্রান্তি

www.banglainternet.com

GOTO LIST

হয়। তাই সিয়ামের উদ্দেশ্য বুঝে সে অনুযায়ী সিয়াম পালন করতে হবে এবং সিয়ামের শিক্ষা ও ট্রেনিংকে অবশিষ্ট সময়ে কাজে লাগাতে হবে তবেই সিয়াম পালন সার্থক হবে এবং এর উদ্দেশ্য সফল হবে।

শাওয়াল মাসের ৬ দিন সিয়াম পালনের ফযীলত

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রামাযানের সিয়াম রাখলো, তারপর এর পরপরেই শাওয়াল মাসে ছয়টি সিয়ামও করলো এগুলো সারা বছরের সিয়ামের মত হল। **(মুসলিম হাঃ ২৬২৫, ২৬২৭ ও আবু দাউদ হাঃ ২৪২৫)**

✓যুলহিজ্জাহ ও আরাফার সিয়াম

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন স্ত্রী বলেন, নবী (সঃ) বরাবরই যুলহিজ্জার নয়টি সিয়াম রাখতেন। **(আবু দাউদ হাঃ ২৪২৯)**

উক্ত নয়টি সিয়ামের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সিয়াম নবম তারিখের সিয়াম। যুলহিজ্জাহ মাসের নবম তারিখে হাজ্জের প্রধানতম অঙ্গ আরাফাতের মাঠে অবস্থান করতে হয় বলে ঐ দিনটিকে আরাফার দিন বলে। তাই ঐ দিনের গুরুত্বপূর্ণ সিয়ামটিকে আরাফার সিয়াম বলা হয়। এই সিয়ামটির ফযীলত সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেন, আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, আরাফাহ দিনের সিয়াম গত এক বছরের এবং আগামী এক বছরের গোনাহের কাফফারা হবে– **(আবু দাউদ ২৪১৭ঃ, ইবনে খুযায়মা ৩য় খণ্ড, ২৮৮ পৃঃ; মিশকাত; ইবনু মাজাহ ১২৫ পৃঃ)**। অন্য এক বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকারী হাজ্জব্রত পালনরত ব্যক্তিকে আরাফার সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। **(আবু দাউদ হাঃ ২৪৩২)**

✓মহররমের আশুরা সিয়ামের ফযীলত

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, রামাযানের পর সর্বোত্তম সিয়াম হলো মহররমের মাসের সিয়াম– **(মুসলিম হাঃ ২৬২২, তিরমিযী হাঃ ৬৮৮, আবু দাউদ হাঃ ২৪২১)**। মহররম মাসে কেউ যদি সিয়াম রাখতে চায় তাহলে সে যেন কেবলমাত্র দশই মহররমে সিয়াম না রাখে। বরং নয় ও দশ কিংবা দশ ও এগারই মহররমের দু'টি সিয়াম রাখে। কারণ, মহানবী (সঃ)-কে একবার আশুরার দিনে সিয়াম রাখা অবস্থায় বলা হল যে, এই দিনটিকে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা মহান দিন মনে করে। তখন তিনি বললেন, আগামী বছর যখন আসবে তখন আমরা নয় তারিখেও সিয়াম রাখবো ইনশা-আল্লাহ। অতঃপর আগামী বছর আসার আগেই রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করেন। **(মুসলিম হাঃ ২৫৩৩, আবু দাউদ হাঃ ২৪৩৬-৩৭)**

তাই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা নয় ও দশ তারিখে সিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের বিপরীত কর। **(তিরমিযী হাঃ ৭০৩)**

আশুরার আগে একদিন কিংবা পরে একদিন সিয়াম রাখ। **(ইবনে খুযায়মা ৩য় খণ্ড, ২৯১ পৃঃ)**

www.banglainternet.com

GOTO LIST

প্রতি মাসে তিনটি সিয়াম ও তার ফযীলত

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিনটি সিয়াম পালন করলো সে যেন সারা বছরই সিয়াম পালন করল। (তিরমিযী হাঃ ৭১০, আবু দাউদ হাঃ ২৪৪১)

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, একদা নবী (সঃ) আমাকে বলেন, হে আবু যার! যখন তুমি কোন মাসের তিনদিন সিয়াম পালন করবে তখন তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে সিয়াম রাখবে। (তিরমিযী হাঃ ৭০৯, মিশকাত হাঃ ১৯৫৯)

শাবান মাসের সিয়াম

হযরত আ'ইশা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) শা'বান মাসের চেয়ে আর কোন মাসে অত বেশী নফল সিয়াম পালন করতেন না। (বুখারী হাঃ ১৮৩১, মুসলিম হাঃ ২৫৯০)

ওসামাহ ইবনে যায়েদ বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে শাবানের মত অন্য মাসগুলোতে এত সিয়াম পালন করতে দেখি না কেন? তিনি বললেন, এটা রজব ও রামাযানের মধ্যবর্তী এমন মাস যে মাসটি থেকে লোকেরা উদাসীন থাকে। এটা এমন মাস যে মাসে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিকটে মানুষের আমল তোলা হয়। তাই আমি এটা পছন্দ করি যে, সিয়ামরত অবস্থায় যেন আমার আমল উঠানো হয়। (নাসাঈ ১ম খণ্ড, ২৫১ পৃঃ)

সোম ও বৃহস্পতিবারে সিয়াম পালনের গুরুত্ব

হযরত আ'ইশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়ামের প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন- (তিরমিযী হাঃ ৬৯৩)। তাই তাকে একদা সোমবার সিয়াম রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন, এই দিনে আমি জন্মেছি এবং এই দিনেই আমার উপরে কুরআন নাযিল হয়েছে। (মুসলিম হাঃ ২৬১৪, আবু দাউদ হাঃ ২৪১৮)

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বান্দাদের আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমি সিয়াম থাকা অবস্থায় যেন আমার আমল পেশ করা হয়। (তিরমিযী হাঃ ৬৯৫, আবু দাউদ হাঃ ২৪১৮)

সিয়াম রাখা যে দিনগুলোতে নিষিদ্ধ

সিয়াম রাখার নিষিদ্ধ দিনসমূহ হচ্ছে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও তার পরের ৩ দিন (তাশরীকের দিন)- (আবু দাউদ হাঃ ২৪১০-১১)। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমু'আর দিন সিয়াম পালন না করে। (যদি সওম পালন করতে চায়) তবে জুমু'আর আগে বা পরে যেন একদিন যোগ করে সিয়াম পালন করে- (মুসলিম হাঃ ২৫৫০, তিরমিযী হাঃ

www.banglainternet.com

GOTO LIST

৬৯১)। অন্য হাদীসে এসেছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (সঃ) বলেন ঃ দিন সমূহের মধ্যে শুধুমাত্র জুমু'আর দিনকে সিয়াম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিও না। তবে তা যদি তার নিয়মিত সওম পালন করার দিনে পড়ে তাহলে সে সওম (রোযা) পালন করতে পারবে। (বুখারী হাঃ ১৮৪৬, মুসলিম হাঃ ২৫৫১, আবু দাউদ হাঃ ২৪১২)

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমরা শনিবারে সিয়াম রেখো না। তবে ফরয সিয়াম ছাড়া। ইমাম তিরমিযী বলেন, শনিবারে বিশেষ করে সিয়াম পালন না করার কারণ এই যে, ইহুদীরা শনিবার দিনটিকে সম্মান করে। (তিরমিযী হাঃ ৬৯২, আবু দাউদ হাঃ ২৪১৩)

উক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে শুধুমাত্র জুমু'আর দিন কিংবা শুধুমাত্র শনিবার দিন নফল সিয়াম রাখা যাবে না। তবে হ্যাঁ, কোন জুমুআ কিংবা শনিবার আরফার দিন অথবা আশুরার দিন পড়লে সেই জুমু'আ ও শনিবার উক্ত নফল সিয়াম রাখা যাবে। অন্য নফল সিয়াম রাখা আপত্তিকর।

নফল সিয়াম ইচ্ছামত রাখা ও ভাঙ্গা যাবে

হযরত ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একজন লোক অর্ধেক দিন পর্যন্ত না খেলে তার অধিকার থাকে যে, তারপর সে খেতে চায় পারে এবং সে যদি সিয়াম পালন করতে চায় তাহলে সে সিয়াম পালন করতে পারে। (মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৩য় খণ্ড, ২৯ পৃঃ বরাতে সিয়াম ও রামাযান ১৩০ পৃঃ)

হযরত উম্মে হা-নী (রাঃ)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে মক্কা বিজয়ের দিনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, নফল সিয়াম পালনকারী নিজের আত্মার সরদার। সে যদি চায় সিয়াম রাখতে পারে এবং সে চাইলে তা ভাঙ্গতেও পারে– (তিরমিযী হাঃ ৬৮০)। কেউ যদি সুবহে সাদিক বা সাহারী খাবার সময় থেকে দুপুর পর্যন্ত কিছু না খেয়ে কাটিয়ে দেয় তারপর সে যদি মনে করে যে, বাকি অর্ধেক দিনটা না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে তাহলে সে ঐ দুপুরের সময়ই সিয়ামের নিয়্যাত করে ঐ দিনটি নফল সিয়াম পালনে কাটাতে পারে।

নফল সিয়ামের ফজিলত ঃ এই সিয়ামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মাত্র একদিন সিয়াম রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার নিকট থেকে জাহান্নামকে একশ' বছর চলা পথের দূরত্বে সরিয়ে দিবেন। (নাসাঈ ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃঃ; তাবারানী কাবীর ও আওসাত; মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৩য় খণ্ড, ১৯৪ পৃঃ; কানযুল ওম্মাল ৮ম খণ্ড, ২৮৮ পৃঃ বরাতে সিয়াম ও রামাযান ১২৪ পৃঃ)

www.banglainternet.com

GOTO LIST

সিয়ামরত অবস্থায়ও যা করা যায় :

১। মুখের থুথু গিললে বা সুরমা, টুথপেস্ট ও মাজন ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়।

২। নাক, কান, দাঁত অথবা শরীর কোন অংশ কেটে রক্ত বের হলেও সিয়াম নষ্ট হবে না। (সূত্র ঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান)

৩। সিয়ামরত অবস্থায় নাকে ঔষধ দেয়া কণ্ঠনালীতে ঔষধের স্বাদ অনুভূত হলে) চোখে বা কানে ঔষধের ফোঁটা দেয়া বা জখমে ঔষধ ব্যবহারে সিয়াম ভঙ্গ হবে না।

(সহীহুল বুখারী- তর্জামানুল বাব, ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড)

৪। সিয়ামরত অবস্থায় সুরমা, আতর, তৈল ব্যবহার করা যাবে।

৫। সিয়াম পালনকারী থুথু গিললে কোন আপত্তি নেই। (মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক)

৬। দাঁতের মাড়ির রক্ত থুথুর সাথে পেটে গেলেও অসুবিধা নেই।

৭। সিয়াম পালনকারী কুলি করে মুখের সব পানি ফেলে দেয়ার পর যদি থুথু এবং মুখের ভেতর যা ছিল তা গিলে নেয় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

৮। শ্বাসকষ্টের কারণে স্প্রে (নেবুলাইজার) ব্যবহার করতে পারবে।

৯। সিয়াম পালনকারী ওযূর প্রাক্কালে কুলি অথবা নাকে পানি দেয়ার সময় অসতর্কাবশত পানি পেটে প্রবেশ করলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা তার এ পানি সেবন অনিচ্ছাকৃত হয়েছে।

১০। সিয়ামরত অবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করাতে কোন দোষ নেই। এতে যে পরিমাণ রক্ত বের হবে তা রোযা ভঙ্গের কারণ হবে না। কেননা ডাক্তারগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই এরূপ করতে বাধ্য। তাছাড়া এরূপ অল্প পরিমাণ রক্ত নেয়াতে শরীরের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না। তাই এটি রোযা ভঙ্গের কারণ নয়।

১১। যখন যে দেশে অবস্থান করবেন তখন সে দেশের চন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী সিয়াম পালন করবেন। যেমন- আপনি সৌদি আরব অথবা অন্য কোথাও অবস্থান করছেন সেখানের লোকেরা যখন সিয়াম শেষ করবে আপনিও তখন সিয়াম শেষ করবেন। সেটা ৩০দিন হোক বা তার চেয়েও বেশি। রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন ঃ যেদিন তোমরা সিয়াম পালন শুরু করবে সেদিন সিয়ামের দিন আবার যেদিন সিয়াম শেষ করবে সেদিন ইফতারের দিন। তবে যদি তোমরা ২৯দিন সিয়াম পূর্ণ না করতে পার তাহলে তোমাদের জন্য ২৯ দিন পূর্ণ করা জরুরী। কারণ চান্দ্রমাস ২৯ দিনের কম হয় না।

(সূত্র ঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম (বাংলা) ৪৭৭-৫০৬ পৃষ্ঠা)